Appendix – I

A Table Showing the Five Selected Bangla Novels of Rabindranath Tagore and Their English Versions :

Bangla Novels	English Versions
Chokher Bali (1903)	1914. *Eyeshore,* trans. Surendranath Tagore. Calcutta : The Modern Review.
	1959. *Binodini*, trans. Krishna Kripalini. New Delhi : Sahitya Akademi.
	2003. *A Grain of Sand : Chokher Bali*, trans. Sreejata Guha. New Delhi : Penguin Books India.
	2003. *Chokher Bali*, trans. Radha Chakravarty. New Delhi : Srishti Publishers & Distributors.
	2004. *Chokher Bali*, trans. Sukhendu Ray. New Delhi : Rupa & Co.
Gora (1909)	1924. *Gora*, trans. W.W. Pearson. London : Macmillan & Co.
	1964. *Gora*, (Abridged), trans. E.F. Dodd. London : Macmillan & Co.
	1997. *Gora*, trans. Sujit Mukharjee. New Delhi : Sahitya Akademi.

Bangla Novels	English Versions
Chaturanga (1915)	1922. *A Story in Four Chapters*, trans. Not known. Calcutta : The Modern Review.
	1925. *Broken Ties*, trans. Not known. London : Macmillan & Co.
	1961. *Chaturanga (Quartet)*, trans. Asok Mitra. New Delhi : Sahitya Akademi.
	1993. *Quartet (Chaturanga)*, trans. Kaiser Haq. London : Heinmann Educational Publisher's 'Asian Writers Series'.
Ghore Baire (1916)	1919. *The Home And The World*, trans. Surendranath Tagore. London : Macmillan & Co.
	2004. *The Home And The World : Ghore Baire*, trans. Nivedita Sen. New Delhi : Srishti Publishers & Distributors.
	2005. *Home And The World*, trans. Sreejata Guha. New Delhi : Penguin Books India.
Shesher Kabita (1929)	1946. *Farewell My Friend,* trans. Krishna Kripalini. London : New India Publishing Company.
	2005. *Farewell Song : Shesher Kabita*, trans. Radha Chakravarty. New Delhi : Srishti Publishers & Distributors.

Appendix – II

The Original Bangla Extracts of the Translated Versions Taken in Chapter 4 as Examples under Chronological Number A to K:

(All the extracts are quoted form the Collected Novels of Rabindranath Tagore in Bangla *Rabindra Upanyas Sangraha* 1997 reprint (Magh 1404 B.E.), published by Visva-Bharati, Calcutta).

Example A (See Chapter 4, Pg. 93–94).

মা গো, আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, সেই লাল-পেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ---- শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেছি আমার চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছেল। তার পরে ? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মতো ছুটে এল ? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখল না ? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমূহূর্তে সেই-যে উষাসতীর দান, দুর্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার ? (পৃষ্ঠা - ৮৪৭)

Example B (See Chapter 4, Pg. 94-95).

আমাকে আমার স্বামী এসে বললেন, ইনি আমার মাস্টারমশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম করো।

আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন।

ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্বাদের প্রয়োজন ছিল। (পৃষ্ঠা - ৮৬৩)

Example C (See Chapter 4, Pg. 95-97).

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেইজন্যে এই ন বছরের মধ্যে এক মূহূর্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয় নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি, কিন্তু নাড়া দিতে পারি নে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মতো; বিমল এতদিন যে কী দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারছি। দোষ দেব কাকে ?

হায় রে-----

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,

শূন্য মন্দির মোর !

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল তা বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে---- -- কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর। (পৃষ্ঠা - ৮৯৪)

Example D (See Chapter 4, Pg. 106)

শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম-নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কালেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁওয়া উঠিয়াছে---- কিন্তু তবু এত বড়ো এই-যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে। (পৃষ্ঠা - ৫০৯)

Example E (See Chapter 4, Pg. 106-107).

গোরা আসিয়াই একেবারে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া পরেশকে প্রণাম করিল এবং তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। পরেশ ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "এসো বাবা, বোসো।" (পৃষ্ঠা - ৭৯৩)

Example F (See Chapter 4, Pg. 107-108).

গোরা সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল---- আনন্দময়ী তাঁহার ঘরের সম্মুখে বারান্দায় নীরবে বসিয়া আছেন।

গোরা আসিয়াই তাঁহার দুই পা টানিয়া লইয়া পায়ের উপরে মাথা রাখিল। আনন্দময়ী দুই হাত দিয়া তাহার মাথা তুলিয়া লইয়া চুম্বন্ করিলেন।

গোরা কহিল, "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই---- শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।---" (পৃষ্ঠা -৭৯৫)

Example G (See Chapter 4, Pg. 120).

যোগমায়া বললেন, "মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ ? "

"ঠিক বুঝেছি মা।"

"অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো-না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।" (পৃষ্ঠা -১১৩৫)

Example H (See Chapter 4, Pg. 120-121).

আহার শেষ হলে অমিত বললে, "কাল কলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।"

"আত্মীয়স্বজনেরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব।" (পৃষ্ঠা - ১১৪৬)

Example I (See Chapter 4, Pg. 121-122).

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন, কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন, এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মূহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, "শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।"

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, 'লুকোতে পার, ফাঁকি দিতে পারবে না।' (পৃষ্ঠা - ১১৬১)

Example J (See Chapter 4, Pg. 128-130).

বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এখানেই থাকি।

বিহারী। না, এত বিশ্বাস আমার 'পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর দুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ঐটুকু দুর্বলতা রাখো ঠাকুরপো! একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।" (পৃষ্ঠা - ২৭৬)

Example K (See Chapter 4, Pg. 130-131).

পাড়ায় ভারি একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল, "এ কখনোই সহ্য করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় কী ঘটিতেছিল, তাহা কানে না তুলিলেও চলিত, কিন্তু এমন সাহস যে মহেন্দ্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া পাড়ায় আনিয়া এমন প্রকাশ্য নির্লজ্জতা! এরূপ ভ্রষ্টাকে গ্রামে রাখিলে তো চলিবে না।" (পৃষ্ঠা - ২৮৪)

ASSAM UNIVERSITY LIBRARY
SILCHAR
Accession No. TH-909
Date of Receipt 28/12/12